দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..23. JAN 1989 ... ...
পৃষ্ঠা... .. ...4..কলাম..5... ...

29

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন

আমরা ১৯৮৮ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত ধনবাড়ী কেন্দ্র হইতে বি-এ (পাস) পরীক্ষা দিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ২১-১২-৮৮ তারিখে ধনবাড়ী কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগে উক্ত কেন্দ্রের পূর্বের সকল পরীক্ষাসহ কেন্দ্র বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কারণ আমরা অনেক অর্থ, ত্যাগ, সময় ব্যয় করিয়া পরীক্ষায় অংশ নিয়াছি। অনেকের পরীক্ষা কেন্দ্র ও পরীক্ষা বাতিল ঘোষণার বিশদিন আগে শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের দারুণ হতাশা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। এমনও অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে হয়তো আর্থিক অভাব অনটনের জন্য আগামীতে আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সম্ভব হইবে না। কারণ আর্থিক ব্যাপারটা ভুক্তভোগী ব্যতীত বুঝিবার উপায় নাই। অনেকের মা, বাবা চাহিয়া আছেন সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে, অথচ এদের ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি অন্যায়ের শাস্তি হওয়া উচিত। তাই বলে পাইকারী হারে শাস্তির বিধান কোথায় আছে? মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অপরাধে আমরা সবাই শাস্তি ভোগ করিব কেন? আমাদের ভবিষ্যৎ কি কয়েকজন উচ্ছৃংখলকারীর সাথে শাস্তি ভোগ করিবে।

অতএব, ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আকুল আবেদন, পরীক্ষা বাতিল না করিয়া শত শত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সমগ্র ব্যাপারটি সুদৃষ্টির সাথে বিবেচনা করুন।

সুশান্ত কুমার দে,
ধনবাড়ী কেন্দ্র,
টাঙ্গাইল।

এম, বি, বি, এস কোর্সে পেশাগত পরীক্ষার ফী বৃদ্ধি এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্য—

সম্প্রতি মেডিক্যাল ছাত্রদের দুর্ভোগ আর এক দফা বেড়েছে। পেশাগত পরীক্ষাসমূহের বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার ফী বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশী বেড়েছে এক বিষয়ে পরীক্ষার ফী—শতকরা ১০০ ভাগ; ৭৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকায়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে সীমিত আয়ের অভিভাবকদের সন্তানের জন্য এ এক বাড়তি চাপ। অধিকাংশ ছাত্রর কাছেই পুরো ব্যাপারটা এক আকস্মিক বিস্ময় এবং অবাঞ্ছিত বিড়ম্বনা। অথচ শিক্ষা উপকরণের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড এবং বৃত্তির টাকার অংক দীর্ঘদিন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বহুবার দাবী উঠেছে পুরোনো অংকটা পরিবর্তনের। কিন্তু কোন কাজে আসেনি। চার বছর পূর্বে যে ছাত্রের মাসিক ব্যয় ছিল ৫০০ টাকা, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০০ টাকায়। যা জীবন যাপনের পূর্বের মান ধরে রাখতে পারছে না। তাছাড়া এ বাড়তি টাকার পুরো যোগান দেয়া অনেক ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের সম্ভব হয়ে ওঠে না। উপরন্তু শিক্ষাশেষে বেকারত্বের বিশাল প্রাঙ্গণ তো আছেই। ফলে ছাত্রদের দুরবস্থা বাড়ছে এবং মনমানসিকতাকে আক্রান্ত করছে হতাশা এবং আত্মগ্লানি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে ফাঁকিবাজি। কারো প্রতি কারো কোন দায়িত্ব নেই—শিক্ষক কিংবা ছাত্র যার দোষই হোক এ প্রবণতা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এভাবে সৃষ্টি হচ্ছে পেশাগত অদক্ষতা এবং কাজের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার ভ্রূণ। বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার অসুস্থতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসঙ্গতি এই ভ্রূণকে আরো পরিপুষ্ট এবং বিকশিত করছে। সাম্প্রতিক পত্রপত্রিকায় চিকিৎসা পেশার ছাত্র এবং ডাক্তারদের সম্পর্কে যে অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি। সবচেয়ে নির্মম সত্য হচ্ছে ডাক্তাররা এ সমাজেরই অংশ। সমাজের অব্যবস্থা এবং অসংগতি দূর না করে ডাক্তারদের দুষ্ছা কতটুকু যৌক্তিক?

জাহীদুল আহসান সেনন,
৫ম বর্ষ, ২০৪/৩, মেডিক্যাল,
ছাত্রাবাস, শেরই বাংলা
মেডিক্যাল কলেজ, বরিশাল।

পরীক্ষা বাতিল প্রসঙ্গে

গত ৭।১।৮৯ তারিখ রোজ শনিবার দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকীয় পরীক্ষা ও কেন্দ্র বাতিল প্রসঙ্গে লেখাটি পড়লাম। উক্ত লেখার সাথে আমরা একমত। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা দিন দিন যে নোংরা পথে ধাবিত হচ্ছে এতে করে যদি কর্তৃপক্ষ এখন থেকে সজাগ না হন তাহলে ভবিষ্যতে যে কি অবস্থা হবে তা বলা বাহুল্য। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নকলের অভিযোগে তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা ও কেন্দ্র বাতিল করে দিয়েছেন। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই ধন্যবাদ। নকল যারা করছে তাদের পাশাপাশি যাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পরোক্ষ প্রশ্রয় রয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তাছাড়া এ সমস্ত অবৈধ কার্যকলাপ যে সমস্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরোক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতায় হচ্ছে সেগুলোও খুঁজিয়ে বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দরকার বলে মনে করি। একটি কথা বলা দরকার যে, আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি ঠিক থাকে তাহলে কলেজগুলো কোনক্রমেই দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারবে না।

এদিকে সম্পাদকীয়র শেষের দিকে যারা উপযুক্ত ছাত্রছাত্রী এবং যারা নকলের ছত্রছায়ায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক না তাদের জন্য জেলা শহরে বিকল্প পরীক্ষা নেয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করে দেখতে বলা হয়েছে। এর সাথেও আমরা একমত।

কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমরাও আবেদন জানাচ্ছি।

সুকান্ত সাহা, রিপণ ও আশীষ দে,
সরিষাবাড়ী টাউন, জামালপুর।

॥ ২ ॥

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি ও সুবিবেচনার্থে উল্লেখ করিতেছি যে, ১৯৮৮ সনে সরিষাবাড়ী কেন্দ্রে বি,এ (পাস) পরীক্ষায় যেসকল ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকের পরীক্ষাই গত ৫-১২-৮৮ তারিখের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ম-শৃংখলার অধীনে সমাপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কেবল কিছু কিছু পরীক্ষা পরবর্তী দিনগুলিতে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এমতাবস্থায় ২১-১২-৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ আনয়ন করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল বলিয়া ঘোষণা করায়

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

শান্তিপ্রিয় নিরীহ পরীক্ষার্থীদের মনে হতাশার সৃষ্টি করিয়াছে। দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের পক্ষে আমরাও একমত পোষণ করিতেছি। কিন্তু যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করিবার অনেক পূর্বেই পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন তাহারা কি অপরাধ করিলেন? প্রথম হইতেই যদি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক পরীক্ষাকেন্দ্রে সুষ্ঠুতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে কাহাকেও আতংকগ্রস্ত বা হতাশায় দিনাতিপাত করিতে হইত না এবং শিক্ষাঙ্গনও দুর্নীতির কবল হইতে রক্ষা পাইত।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে আকুল আবেদন এই যে, কেবলমাত্র ২১-১২-৮৮ইং তারিখ এবং তার পরে গৃহীত পরীক্ষাসমূহ বাতিল ঘোষণা করুন এবং বাতিলঘোষিত পরীক্ষাসমূহও অন্য যে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে পুনঃ গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মোঃ লুৎফর রহমান
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
ময়মনসিংহ।